‘দলে সাহেদ-সাবরিনাদের মতো কেউ থাকলে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে’

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম কামাল হোসেন বলেছেন, যারা আওয়ামী লীগ করেন, তারা যদি কোন অপকর্ম করে তাহলে ব্যক্তির অপকর্মের দায়ভার আওয়ামী লীগের উপর বর্তায়। দোষ করে ব্যক্তি বিশেষ, গালি খায় দল ও দলের শীর্ষ নেতারা। দলে যদি সাহেদ-সাবরিনাদের মতো কেউ থেকে থাকে তাহলে তাদের ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে। কারণ ব্যক্তির দোষের কারণে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার রাতদিন পরিশ্রম বিফলে যেতে পারে না।

সোমবার দুপুরে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কৃষক লীগ ঢাকা মহানগর উত্তর আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, এতিম শিশুদের মধ্যে মৌসুমী ফল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা শুধু ব্যক্তি হত্যা নয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হত্যা করতে চেয়েছিল। জিয়াউর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের এজেন্ট ছিলেন। কারণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কর্নেল বেগ জিয়াউর রহমানকে চিঠি দিয়েছিল। কর্নেল বেগ, পরবর্তীকালে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান হয়। জমির বেগ লিখেছিল, তোমার ছেলে ও বউ ভালো আছে। তুমি যুদ্ধ চালিয়ে যাও। মেজর জলিল সম্পর্কে সতর্ক থেকো। এতেই বোঝা যায় জিয়া পাকিস্তানের এজেন্ট ছিল।

তিনি বলেন, বিএনপি এখন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কথা বলে? অথচ তারাই জাতির পিতার হত্যার বিচার চাওয়া যাবে না মর্মে ইনডেমনিটি দিয়েছিল। ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে অপারেশন ক্লিন হাটের নামে ১২৮ জন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে হত্যা করলো। পরে কেউ এই হত্যার বিচার চাইতে পারবে না, মর্মে আইন করলো।

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার সঙ্গে সরাসরি তারেক রহমান দাবি করে কামাল বলেন, যদি জড়িত না হয় তাহলে পিন্টুর ভাইকে কেন বিদেশ পাঠানো হলো? সেনাবাহিনীর একজন বলল চারটি গ্রেনেড উদ্ধার হলো? সে গ্রেনেডগুলো কোথায় গেল? তদন্ত করা হলো না কেন?

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, জাতির পিতা চির অমর হয়ে থাকবেন। তাকে ভোলা সম্ভব নয়। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, একটু স্বাধীন ভূখণ্ড প্রদানের জন্য। বিধ্বংস দেশকে যখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই দিলের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে-এজন্য আওয়ামী লীগের প্রত্যেক নেতাকর্মীকে সতর্ক থাকতে হবে। জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল পাকিস্তানের পরাজিত হওয়ার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের উত্তরসূরীরা এখনো সক্রিয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র কি থেমেছে? আগস্ট মাসেও সেই উল্লাস দেখেছি। তারেক রহমানের কারণেই একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করা হয়েছিল।

কৃষকলীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ বলেন, কৃষক লীগের সভাপতি সরকারিভাবে ধান চাল ক্রয় করার সময়ে সরকারি ধান চাল ক্রয় বিভিন্ন কমিটিতে কৃষক প্রতিনিধি রাখার দাবি জানান। একই সঙ্গে শোককে শক্তিতে রূপান্তিত করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি বলেন, জাতির পিতার হত্যার বিচার বন্ধে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশটি ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে বাতিল করে। সে সময় বিচারের পথ খুলে দেয়। তখন জাতির পিতার ঘনিষ্ঠজন মহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন এবং এ মামলা আংশিক রায় কার্যকর করে বাকি ৫ জন পলাতক খুনিকে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবি জানান।

ঢাকা মহানগর উত্তর কৃষক লীগের সভাপতি মাকসুদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হালিম খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কৃষক লীগের নেতা সাবেক বিশ্বনাথ সরকার বিটু, আবুল হোসেন, নেতা মোস্তফা কামাল চৌধুরী, আলহাজ্ব আকবর আলী চৌধুরী, অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু, এ্যাড. গাজী জসিম উদ্দিন, রেজাউল করিম রেজা, হিজবুল বাহার রানা, অধ্যাপক ডা. মজিবুর রহমান মিয়াজী, কৃষ্ণ গোপাল পাল, সামিউল বাসির সামি প্রমুখ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

দুঃসময়ে এত প্রার্থী কোথায় ছিল

সালাউদ্দিন আহমেদ। ঢাকা-৫-এর আসন্ন উপনির্বাচনে নৌকার টিকিট পেতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম তুলেছেন। তার রাজনৈতিক পরিচয়, বাবা একসময় আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন। এটাই তার পুঁজি। নিজে আওয়ামী লীগ বা সহযোগী সংগঠন কোথাও নেই। তার পরও হতে চান রাজধানীর একটি আসনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের একজন আইনপ্রণেতা।

একইভাবে ঢাকা-১৮ আসনের উপনির্বাচনে নৌকার টিকিট চান জিন্নাত আলী। তার রাজনৈতিক পরিচয়, তিনি ১৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ‘সাবেক’ সদস্য। একই আসনে নৌকার প্রার্থী হতে চান হাজী বিল্লাত আলী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ। নরসিংদীর এক উপজেলা নেতা মোজাম্মেল হকও হতে চান সাহারা খাতুনের উত্তরসূরি। আজ বিকালে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে পাঁচটি শূন্য আসনে প্রার্থী তালিকা করা হবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যরা অংশ নেবেন।

শুধু এ চারজন নন, ঢাকা-৫ ও ঢাকা-১৮ আসনে সর্বমোট ৭৬ জন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম তুলেছেন, যার অধিকাংশই মৌসুমি পাখির মতো। সংসদ সদস্য হতে হলে যে যোগ্যতা প্রয়োজন, দলে যে ভূমিকা থাকা দরকার তার ছিটেফোঁটাও নেই। এখন দলের সুসময় তাই দলের মনোনয়ন চান, কিন্তু দুর্দিনে তাদের দেখা মেলেনি। ওয়ান-ইলেভেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে নেই তাদের কোনো ভূমিকা। আওয়ামী লীগ করেননি, অন্য দল থেকে সদ্য যোগ দিয়েও মনোনয়নপ্রত্যাশী।

একটি উচ্চমাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শিক্ষকতা করেও যেমন প্রার্থী হতে চান, তেমনই মুদির দোকান পর্যায়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও মনোনয়ন চেয়েছেন। দলীয় নেতা-কর্মীরা বলছেন, তৃণমূল পর্যায়েও নেতা-কর্মীদের হাতে নগদ টাকা আছে। তাই নৈতিক অবক্ষয়ের পরোয়া না করে আওয়ামী লীগের এই নেতারা ৩০ হাজার টাকা দিয়ে একটি দলীয় ফরম সংগ্রহ করে এলাকায় ‘নাম ফোটাতে’ চাইছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, একেকটি আসনে এত প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি খুবই লজ্জাজনক। এটি চরম সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলারই দৃষ্টান্ত। সবাই এমপি হতে চাওয়ার এ প্রবণতা দুঃখজনক। সবাই সবকিছু পেতে চায়। ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্যও এটা অশুভ। ঢাকার সাংগঠনিক শৃঙ্খলা থাকলে এক আসনের যোগ্য সর্বোচ্চ দুই থেকে তিনজন মনোনয়ন চাইতে পারে। ‘ফ্রিস্টাইলে’ মনোনয়ন ফরম তোলা শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে না।

এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘একটা দেশের রাজনীতি ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে থাকলে যা হয়। যারা সংসদীয় রাজনীতি করেন, নেতৃত্বে কারা আসবেন তৃণমূল থেকে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ চর্চা যখন অনুপস্থিত থাকে তখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর এখন সবাই জানে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে না। সে কারণে দলের নিম্ন পর্যায়ের নেতারাও ভাবেন, মনোনয়ন পেলেই জিতে যাব।

এখনই এ প্রবণতা একেবারে নিঃশেষ করা প্রয়োজন। যাদের সততা, যোগ্যতা ও দলের প্রতি আনুগত্য আছে তাদের মনোনয়ন দিলে সমস্যার সমাধান হবে।’ তিনি বলেন, ‘এখন থেকেই আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও ত্যাগী ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে হবে। এটা না করে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে গার্মেন্ট ব্যবসায়ী কিংবা অটোমোবাইলের ব্যবসায়ীকে মনোনয়ন দেওয়া হলে দলের ভিতরে সংকট সৃষ্টি হবে।’

অতীতে ঢাকার দুই আসনের উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের ফরম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তারা সবাই দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। এদের কেউ কেউ ২০০১ সালের পর চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কেউ কেউ ওয়ান-ইলেভেনের সময় আওয়ামী লীগ সভানেত্রীকে মুক্ত করতে ভূমিকা রেখেছেন। এ দুই আসনের নেতা- কর্মীরা বলছেন, অনেক প্রার্থীই তাদের মনোনয়নপত্রে ভুল তথ্য সংযোজন করেছেন।

কারণ, ১০ বছর আগেও যারা বিএনপি-জামায়াত করতেন তারাও এখন এ দুই আসনে দলীয় মনোনয়ন চান। আবার এক দিনও রাজনীতির মাঠে না থেকে এখন ত্যাগী নেতা সেজেছেন। দলটির ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন- দুঃসময়ে এত প্রার্থী কোথায় ছিল? দল ক্ষমতায় আছে বলেই তারা নির্বাচনী এলাকায় ত্রাণ বিতরণ, দানবীর সাজার চেষ্টা করছেন।

সূত্রমতে, শূন্য হওয়া পাঁচটি আসনে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে হাইব্রিড ও সুবিধাবাদীদের ছড়াছড়ি। ত্যাগীর সংখ্যা হাতে গোনা। মনোনয়ন চেয়ে দলীয় ফরম কিনেছেন এমন অনেকেই নিজ নিজ এলাকায় অচেনা। মনোনয়নপ্রত্যাশীরা কবে কোথায় কীভাবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা অনেকেই জানেন না। শূন্য হওয়া ঢাকা-১৮ আসনে ৫৬ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীর ফরম কেনা দেখে খোদ দলের কেন্দ্রীয় নেতারাও হতবাক। এমনকি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বিস্মিত হয়েছেন তালিকা দেখে। এসব প্রার্থীর অনেকে ছাত্রজীবনে অন্য দল করলেও আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্রে সে তথ্য তুলে ধরেননি।

জানা যায়, কেউ কেউ ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে বিএনপির মনোনয়ন চেয়েছিলেন। তারাও এখন উপনির্বাচনে আওয়ামী প্রার্র্থী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে। আবার কেউ কেউ ‘ডামি’ প্রার্থী হিসেবেও দলের মনোনয়নপত্র কিনেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মনে প্রশ্ন উঠেছে- দলের দুঃসময়ে এত প্রার্থী ছিল কোথায়? এদের অনেককেই ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর হঠাৎ নেতার সংখ্যা বেড়ে গেছে। এক আসনে এত এত লোক প্রার্থী হতে আগ্রহী, এতে অস্বস্তি বোধ করছে আওয়ামী লীগ।

প্রয়াত এমপি সাহারা খাতুনের আসনে ৫৬ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে রয়েছেন ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগ, বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সভাপতি-সম্পাদক ছাড়াও ইউনিট সদস্য, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, মহিলা লীগ, যুব মহিলা লীগের সাবেক ও বর্তমান নেত্রী, সাবেক সংসদ সদস্য, সাবেক সচিব, ব্যবসায়ী, পুলিশের সাবেক ডিআইজি, সাবেক জেলা জজ, চিকিৎসক, শিক্ষক ও কাউন্সিলর। নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী নন, এমন ব্যক্তিও দলীয় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এমন প্রার্থীও আছেন যাদের নাম কেউ জীবনে শোনেনইনি। ৫৬ মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে ব্যবসায়ীর সংখ্যাই বেশি। রাজনীতিকের সংখ্যা তুলনামূলক কম।

সূত্রমতে, আওয়ামী লীগের মতো ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলের এ ধরনের পরিস্থিতি এবারই প্রথম। বিশেষ করে ঢাকার উত্তরার আসনে ৫৬ জনের দলীয় মনোনয়ন ফরম কেনায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মানুষেরও চোখ ছানাবড়া। অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনায় একটি আসনে ৫২ জন দলীয় মনোনয়নপত্র কিনে আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন। মনোনয়নপ্রত্যাশীর অনেকেরই ছাত্রজীবন থেকে এ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক পটভূমি নেই।

আফসার উদ্দিন খান, সাবেক উত্তরখান ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের আইন সম্পাদক নির্মল ডি কস্তা, খিলক্ষেত থানা যুব মহিলা লীগ সভাপতি নাজমা আক্তার, নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মোজাম্মেল হক, ভাটারা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি ইসহাক মিয়া, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান, ঢাকা মহানগরী উত্তর যুবলীগের সাবেক সহসভাপতি ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ডি এম শামীম, ঢাকা মহানগরী উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি মো. হাবিব হাসান, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদের সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোহা. কবির হোসাইন,

খিলক্ষেত থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি কেরামত আলী দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক আসলাম উদ্দিন, সাবেক সংসদ সদস্য মনিরুল ইসলাম, ঢাকা মহানগরী উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম, ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য আবদুল ওয়াদুদ, চাঁদপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্মসম্পাদক আমিনুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্য কাজী খলিলুর রহমান, উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল শাখা স্বাচিপের সভাপতি ডা. সাব্বির আহমেদ খান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাহমুদ সাজ্জাদ, তেজগাঁও থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য এস এম হোসাইন, উত্তরা পূর্ব থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি কুতুব উদ্দিন আহমেদ ও সহসভাপতি রহিমুল হক, মহিলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি নাসিমা ফেরদৌস,

আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটির সাবেক সদস্য মোজাম্মেল হোসেন মাতুব্বর (আমিনুল), ভাটারা থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান, ১৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য জিন্নাত আলী, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি শেখ মামুনুল হক, যুবলীগ নেতা হৃদয় চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) মো. রেজাউল করিম, হাজী জিন্নাত আলী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ, ঢাকা মহানগরী উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ ওয়ালী আল কাদির, সাবেক দক্ষিণখান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মফিজউদ্দিন আহমেদ, ফরিদপুর কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্মসাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শামীম রেজা ও উত্তরা পূর্ব থানা আওয়ামী লীগের সদস্য (প্রস্তাবিত) এস ফয়সাল আহমেদ।

ঢাকা-৫ আসনে যারা মনোনয়ন ফরম তুলেছেন তারা হলেন- ডেমরা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রয়াত এমপি হাবিবুর রহমান মোল্লার বড় ছেলে মশিউর রহমান সজল, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের

(একাংশ) সভাপতি হারুন উর রশিদ সিআইপি, রমনা থানা আওয়াী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক এম এ কাশেম, যাত্রাবাড়ী থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হারুনর রশিদ মুন্না, সভাপতি কাজী মনিরুল ইসলাম মনু, ৭০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক চৌধুরী সাইফুন্নবী,

আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাবেক এপিএস ড. আওলাদ হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম লীগ সভাপতি নুর ইসলাম মোল্লা, দলের আন্তর্জাতিক উপকমিটির সদস্য নেহরিন মোস্তফা দিশি, ঠাকুরগাঁও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান, ডেমরা নাট্যকলা একাডেমির উপদেষ্টা মোহাম্মদ আবদুর রাকিব ভুইয়া, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী, ডেমরা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদের সদস্য বশির আহমেদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদের ঢাকা মহানগরী সভাপতি মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ, ঢাকা দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপন, আওয়ামী লীগ নেতা শওকত আলীর ছেলে সালাউদ্দিন আহমেদ, যুবলীগ মহিলা লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক নাদিরা পারভীন।

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘একটি আসনের উপনির্বাচনে ৫৬ জনের মনোনয়নপত্র ওঠানোটা “অসুস্থ” প্রতিযোগিতা। দলীয় মনোনয়ন পেতে এত লোকের ভিড় করার দরকর নেই। যারা দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত, ত্যাগী ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য তাদেরই মনোনয়নপত্র তোলা উচিত। গয়রহ তোলা দুঃখজনক। এটা মিছে সোনার হরিণের পেছনে ছুটে চলা ছাড়া কিছুই নয়।’

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার নির্দেশ রেলমন্ত্রীর

রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, দেশের একমাত্র চতুর্দেশিয় স্থলবন্দর বাংলাবান্ধা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী মহা-পরিকল্পনা করা

হৃদয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী তৎকালীন ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ইন্টেলিজেন্স এর ডিজিএফআই ঢাকার ডিটাসমেনট এর প্রধান এবং বৃহত্তর সুন্দরবন এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খ্যাত মেজর জিয়াউদ্দিন আহমেদ আদালতে দেয়া সাক্ষ্যে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের সন্ধ্যায় তিনি বঙ্গভবনে যান সেখানে রাষ্ট্রপতি রুমে বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক তাহেরউদ্দিন ঠাকুর মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এমএইচ খান বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার সামরিক সচিব কর্নেল জামিল ঘাতকদের সদস্যমেজর ডালিম মেজর শাহরিয়ার রশিদ মেজর ফারুক মেজর নূর মেজর মহিউদ্দিন মেজর আজিজ পাশা আলোচনারত ছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা খুনি মোশতাক তাহের ঠাকুর মাহবুব আলমসহ অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেদিন বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে জড়িত ছিল। দেশবাসী যা চাই সব ক্ষেত্রে তার প্রাপ্তি ঘটে না নইলে আব্রাহাম লিংকন ঘাতকদের হাতে প্রাণ দিবেন কেন? তার এমন মৃত্যু কি কেউ কামনা করেছিল? কেউ কি কামনা করেছিল গান্ধীজীর উন্মুক্ত বক্ষে বুলেটের আঘাত হবে ? মার্টিন লুথার কিং প্রাণহীন দেহ এমনি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে । চে গুয়েভারকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা। নেলসন ম্যান্ডেলাকে ফাঁসির মঞ্চথেকে ২৭ বছর কারাবরণ ।

ইন্দ্রাগান্ধীর বিশ্বস্ত বডিগার্ডদ্বারা গুলিবিদ্ধ হত্যা । রাজীব গান্ধী ফুলের বোমায় মৃত্যু বরণ। এমন গর্বিত অনেক ব্যক্তিরা অনাকাঙ্খিত হত্যা হয়েছে বিশ্ব ইতিহাসে। তার মধ্যে সবচেয়ে হৃদয় বিদারক হত্যাকাণ্ড ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং পরিবারের মোট ১৮ জনকে হত্যা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই এদেশের সংগ্রাম শুরু এবং তার হাত ধরেই সংগ্রামের শেষ ঠিকানা স্বপ্নের বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সাল ২৬ মার্চ, স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের

দেশের সাধারণ মানুষের ম্যান্ডেট গ্রহণের জন্য ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন দিয়েস্বাধীন বাংলাদেশের নবযাত্রা শুরু করলেন ।

কখনও রাষ্ট্রপতি কখনও প্রধানমন্ত্রী কখনও রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু একটি সোনার বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন একাধিক বার রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তন করে স্থায়ী পূর্ণ সমাধানে আসতে চেয়েছিলেন। কোনদিন তিনি সরকারি বাসভবনে ছিলেননা । বাঙালির অকৃত্রিম ভালবাসা আর বিশ্বাস নিয়েস্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার বাঙালির ঠিকানা ধানমন্ডির ৩২ নং এর নিজ বাড়িতেই থাকতেন। এই মানুষটার ছিল আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস এবং ভরসা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে তিনি ঐতিহাসিক ৭মার্চ ভাষণে বলেছিলেন“রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ”।

সেদিন যখন বাসা থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠছিলেন তখন তাঁর জীবনের সাথী প্রিয় ড্রাইভারটি বলেছিল আপনি জনসভায় যাচ্ছেন হাতে কাগজ পত্র কই? তখন বঙ্গবন্ধু উপরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন কি বলবো আল্লাহ জানে। আল্লাহ আমাকে দিয়ে যা বলাবে আমি তাই বলবো। একথায় বোঝা যায় আল্লাহর প্রতি কি অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা। বঙ্গবন্ধু জীবনে সব সেক্টরেই পদচারণা করেছেন। অনেক নেতাকে বলেছেন তোমরা শিশু হয়ে যাও। এত বিশাল হৃদয়ের মানুষটি ছিলেন শিশুর মত। তিনি শিশুর মত করেই হাসতেন।

কোটচাঁদপুরে ইয়াবা ও ফেন্সিডিলসহ যুবলীগ নেতা আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ৩’শ ৭২পিচ ইয়াবা ও ৪ বোতল ফেন্সিডিল সহ ফারুক হোসেন (২৭) নামে এক ওর্য়াড যুবলীগ নেতাকে আটক করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

শুক্রবার দিবাগত রাতে পৌরসভার বড়বামনদাহ গ্রামের পন্ডিতপাড়ার নিজ বাসা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত ফারুক ওই এলাকার ইকবাল হোসেনের ছেলে।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার দিবাগত রাত দেড় টার দিকে পৌরসভার বড়বামনদাহ গ্রামের পন্ডিত পাড়ার ফারুক হোসেনের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ফারুক বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টা করে পায়ে গুরতর আঘাত পায়। এসময় পুলিশ তাকে আটক করে। পরে ফারুকের স্বীকারোক্তিতে বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে বাথরুমের ছাদ থেকে বিস্কুটের প্যাকেটে থাকা ৩’শ ৭২ পিচ ইয়াবা ও ৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে পুলিশ।

ওসি জানান, আটক ফারুকের বিরুদ্ধে ৩৬ (১) এর ১০ (ক) ও ১৪(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। যার মামলা নং- ০৩। পায়ে গুরতর আঘাত পাওয়ায় তাকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে পুলিশ পাহারায় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আটককৃত ফারুক হোসেন পৌরসভার ০৮ নং ওর্য়াড যুবলীগের প্রস্তাবিত সভাপতি।

দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণের জন্য অনুপ্রবেশকারীরাই দায়ী : ওবায়দুল কাদের

কোনোভাবেই দলে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া যাবে না জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণের জন্য অনুপ্রবেশকারীরাই দায়ী।

আজ শুক্রবার আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক উপ-কমিটির উদ্যোগে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের কাছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের যুক্ত হয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, আমি

একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অনুপ্রবেশকারীরাই দল ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। দুঃসময়ের পরীক্ষিত নেতাকর্মীরা কখনো দল ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কাজ করে না। সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে, দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের জন্য অনুপ্রবেশকারীরাই দায়ী।

তিনি বলেন, তবে একথা সত্য যে, এখনো কোথাও কোথাও স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এখনো স্বাস্থ্যসেবা কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছায়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিকিৎসকদের গ্রামমুখী হওয়ার যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করলে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত হবে।

সরকারের এসব কার্যক্রম এগিয়ে নিতে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের।

আলমডাঙ্গায় জেলা পরিষদের সদস্য আশাবুল হক ঠাণ্ডুর করোনায় মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য আশাবুল হক ঠান্ডু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ইন্নালিল্লাহি—- রাজেউন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার পপুলার হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

আশাবুল হক ঠান্ডু ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বড়বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত হাজি সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে। তিনি স্ত্রী-দুই ছেলেসহ দলীয় নেতাকর্মী ও অসংখ্য শুভাকাংখি রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অফিস উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নতুন অফিস উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে কোমরপুর বাজার প্রাঙ্গণে অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান।

মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রশিদ বল্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন, যাদুখালি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান টিপু, ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম,সাবেক সভাপতি দবিরুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুজ্জামান হিলন, সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান অপু, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহমদ আলী, ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি শাহ জামাল, ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মিঠুসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন, জেলা যুবলীগের সদস্য ইউনুস আলী, আমানুর রহমান সোহেল, সাইদুর রহমান উজ্জল, রোকনুজ্জামান মতি, শহর ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফ শেখসহ আওয়ামী লীগ,যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ক সকল শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া মোনাজাত করা হয়।

‘আলমডাঙ্গায় চেয়ার আছে, পদ আছে রাজনীতি নাই’

‘আলমডাঙ্গাতে কোন রাজনীতি নাই’ দীর্ঘদিন ধরে সচেতন মহলের মাথায় এই দূর্বোধ্য ভাবনাটি ঘুরছে। চেয়ার আছে, পদ আছে অথচ রাজনীতি নাই। কিন্ত যেখানে মানুষ আছে সেখানে রাজনীতি কেন থাকবে না? রাজনীতি তো মানুষের কল্যাণের জন্য।

রাজনীতি না থাকলে মানুষের কল্যাণ কিভাবে হবে? এরকম বড় বড় প্রশ্নও মানুষের মাথায় ঘুরছে। ঘুরছে অনেকদিন। কিন্ত কোন উত্তর নাই। রাজনীতির মানব কল্যাণের এসব প্রশ্ন নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি ও হারদী ইউপির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, মাথা ঘামিয়ে যারা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন তারা মনে করেন, ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব আসছে না। যারা নেতৃত্বে থাকছেন তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেকে নিয়ে ভাবছেন। মানুষের কল্যাণের কথা ভাবছেন না। ঠিক নেতৃত্বের অভাবেই মানুষের জন্য যে রাজনীতি তা কোথাও যেন আজ হাওয়ায় মিশে গেছে। মানুষের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতিটা তাই এখন আর সাধারণ মানুষের নজরে আসছে না।

তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন করেন, আমাদের এমপি মহোদয় জীবনভর জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করে যাচ্ছেন। কিন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কেন তাঁর ঠিক অনুসারি হতে পারছেন না?

নুরুল ইসলাম আলমডাঙ্গা পৌর শহরের অপূর্নাঙ্গ ড্রেনেজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, অনেক টাকা নেতাদের পকেটে উঠেছে কিন্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা জনগণের কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি। এটাকে রাজনীতি বলে না। বলে শোষণনীতি।

তিনি আলমডাঙ্গার শহীদ মিনার নিয়েও কথা বলেন, তিনি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারী সব দলের সব নেতা রাতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে যান।

কিন্ত শহীদ মিনারের মাঠ থাকে কর্দমাক্ত। বড় বড় চেয়ারের মালিকরা মাঠটিকে মাটি দিয়ে ভরাট করতে পারেন না। এটা দায়িত্বহীনতা।

তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিয়েও কথা বলেন। সভাপতি পৌরসভার মেয়রের চেয়ারে বসে তার দায়িত্ব পালন করছেন।

কিন্ত ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘবছর ধরে কিভাবে আর কি কি উপায়ে তার দায়িত্ব পালন করেন জানতে চেয়ে নুরুল ইসলাম বলেন, এভাবে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল চলতে পারে না। একটা মানুষের কখনও কল্যাণে আসবে না। তাকে দিয়ে রাজনীতিকে মানুষের জন্য কল্যাণমুখী কাজ করা অবাস্তব।

তিনি দলের ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছে জোর আহবান জানান।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকালে সাফদারপুর বাজার চত্ত্বরে সাফদারপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি নওশের আলী নাসিরের সভাপতিত্বে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ রেলপথ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্নকে বাঁধা

গ্রস্থ করতে ১৫ আগস্ট স্ব-পরিবারে তাকে হত্যা করা হয়। জাতির জনকের হত্যাকারীদের ইনডেমনেটি দিয়ে জিয়া খুনিদের পুরস্কৃত ও পুনঃবাসন করে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার জন্য জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নীরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। আজ আমরা গর্ভ করে বলতে পারি আমরা নিজেদের অর্থে পদ্মা সেতু করেছি। বক্তব্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর বাকী খুনিদের এই বাংলার মাটিতে বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি কার্যকর করা হবে।

অন্যান্যদের মধ্যে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, দোড়া ইউপি চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দিন, উপজেলা আ.লীগের যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক সামাউল হক লাড্ডু, উপজেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি কায়দার রহমান, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শেখ শাহীন।

সাফদারপুর ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ খালিদ হোসেন টুটু’র পরিচালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আ.লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম খাঁন বাবলু, কুশনা ইউপি চেয়ারম্যান আঃ হান্নান, এলাঙ্গী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খাঁন, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম,

দোড়া ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আজগর আলী, কুশনা ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি মোঃ আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, আ.লীগ নেতা ও ইউপি সদস্য আয়ুব হোসেন, মহিলা নেত্রী রুবিনা খাতুন প্রমূখ। পরে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার সহ দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।